শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
বিধু দারোগা
চিত্রনাট্য ও ছবি সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্রু দারোগা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

বিষ্টু দারোগা

চিত্রনাট্য ও ছবি সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়

পা রু ল

পা রু ল

পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯
প্রথম সংস্করণ ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১২

ISBN 978-93-80660-07-3

আই প্রেস ৩০এ ক্যান্যাল ইস্ট রোড কলকাতা ৭০০ ০১১ থেকে মুদ্রিত।

৪০.০০

বিধু দারোগা

বিধু দারোগা আমাদের গঞ্জে বদলি হয়ে এলে হইচই পড়ে গেল!!
পুলিশ থানা
১০০

কনস্টেবল, দিন কয়েকের মধ্যে গোরু আর বাঘ জোগাড় করো!
পশুপাখি খুব ভালোবাসেন বুঝি স্যার??
মোটেই না!! সবাই দেখবে আমার ভয়ে ওরা একঘাটে জল খাচ্ছে!! বুঝেছ??
বুঝলুম!!
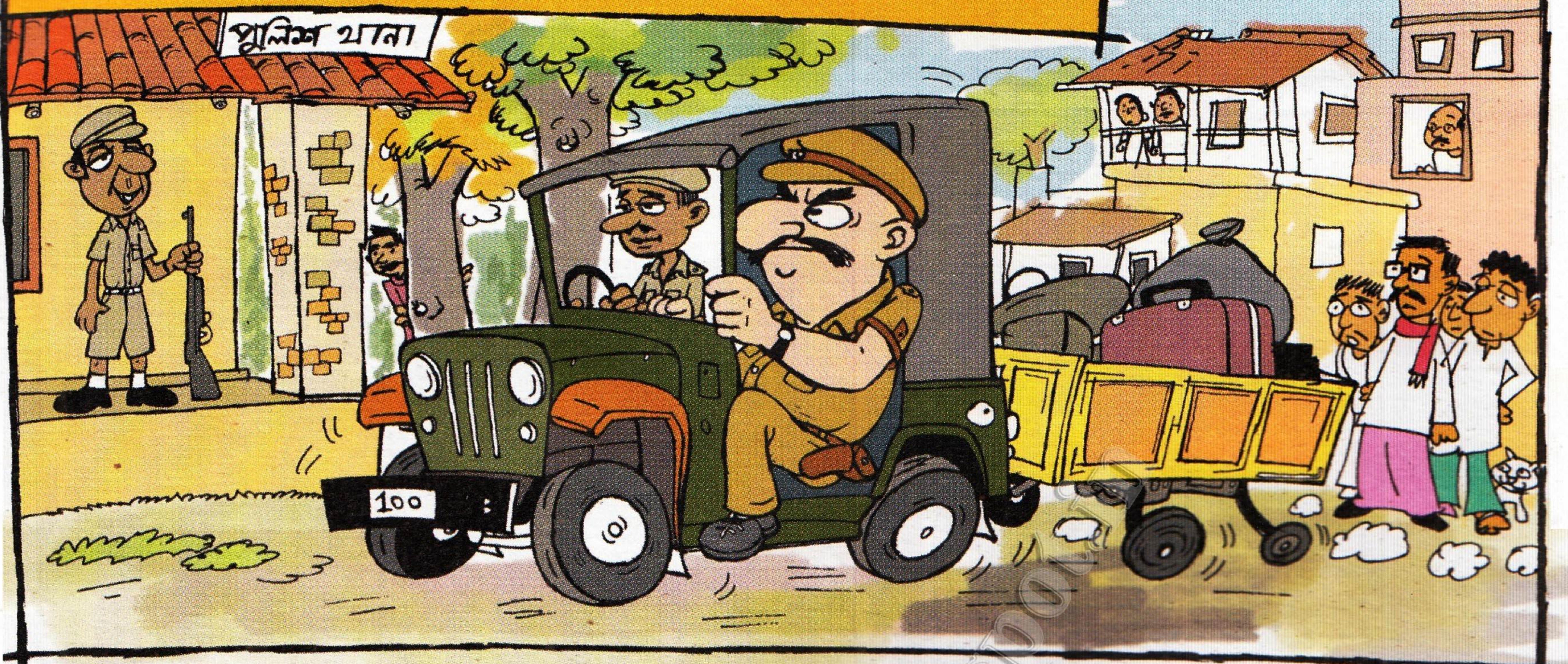
সবাইকে জানানো হচ্ছে আগামী হাটবারে...
উত্তর দিঘিতে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাবে আমাদের ভয়াল ভয়ঙ্কর বিধু দারোগার উপস্থিতিতে। সবাই যেন এসে দেখে যায়।
সেইমতো পরের হাটবারে উত্তর দিঘির পাড়ে লোকে-লোকারণ্য। হারু মণ্ডল এসেছে তার গোরু নিয়ে।
বাঘটা কোথায় চাচা!!?

কী হে সত্যি বাঘের তো পাত্তা নেই!
আস্তে আস্তে!! দারোগাবাবু শুনতে পাবে!!
ওই তো! ওমা! বাঘটা তো ঝিমোচ্ছে!!
ভোঁস ভোঁস জ-জ-জ-
ওই যে সাইকেল চড়ে যে লোকটা আসছে, ও রিং মাস্টার!
এই হতচ্ছাড়া!! অনেক ঝিমিয়েছিস। এবার বেরিয়ে আয়।
কী হলো বেরিয়ে আয়!!
ও য়াঁ য়াঁ ও! ধুস্ স্ স্!! বিরক্তিকর...
কই হে! তোমার বাঘটা তো তখন থেকে নিষ্কর্মার মতো হাই তুলছে!!
আপনাকে সামনে দেখে একটু ভয় খেয়েছে!!
টেনে বার করো কুলাঙ্গারটাকে!!
তোর জন্য আমার মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি!
ধুর, ভাল্লাগেনা! এতো মহা ঝামেলা!!

গ্যাঁয়াও-ও-ও
ধ্যাৎতেরিকা! খালি আড়মোড়া ভাঙছে আর হাই তুলছে।
টাইগার কুইক, কুইক!!
এমন গেঁথো অসভ্য বাঘ আমি দুটো দেখিনি!

শিগগির জল খা! জল খেলেই তোর ছুটি।
ঘাটের কাছে চল্ বলছি, জল খেতে হবে।
যাব না। না চিবিয়ে আগে চাড্ডি জল খেতে হবে??
মুশকিল, বাঘ আর গোরু কিছুতেই জলে মুখ দেয় না।
কী আপদ! এরা জল খাচ্ছে কই?
ওটিকে দেখে ভয় পেয়ো না। ওটি একটি অপদার্থ বুড়ো উজবুক! ওর দাঁত নড়ে, চোখে ছানি....
কী হলো টাইগার, অসভ্যতার একটা সীমা আছে! জল খাও বলছি!!
দারোগাবাবু তো রেগে কাঁই...
কী হচ্ছেটা কী! গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর! দড়ি খুলে দাও। আপসে জল খাবে!
তাই হল, দড়ি খুলে নিতেই দুজনে জল খেতে লাগল।

বাঘে-গোরুতে জল খাওয়া ধরতেই সবাই বিধু দারোগার জয়ধ্বনি দিতে লাগল! কবিয়াল গান ধরলেন...
ধন্য হে দারোগা বিধু
তুমি ধন্য হে
একই ঘাটে জল খায় গাই
আর বন্য ব্যাঘ্র হে...
দারোগাবাবু মুচকি হেসে দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন।
আরে, এইটা আবার কে? এতক্ষণ খেয়াল করিনি তো!!
হঠাৎ গোরুটা বাঘটাকে গুঁতিয়ে বসল...
মরেচে গো! এতো মহা বজ্জাত গোরু!!
মজা দেখাচ্ছি!!
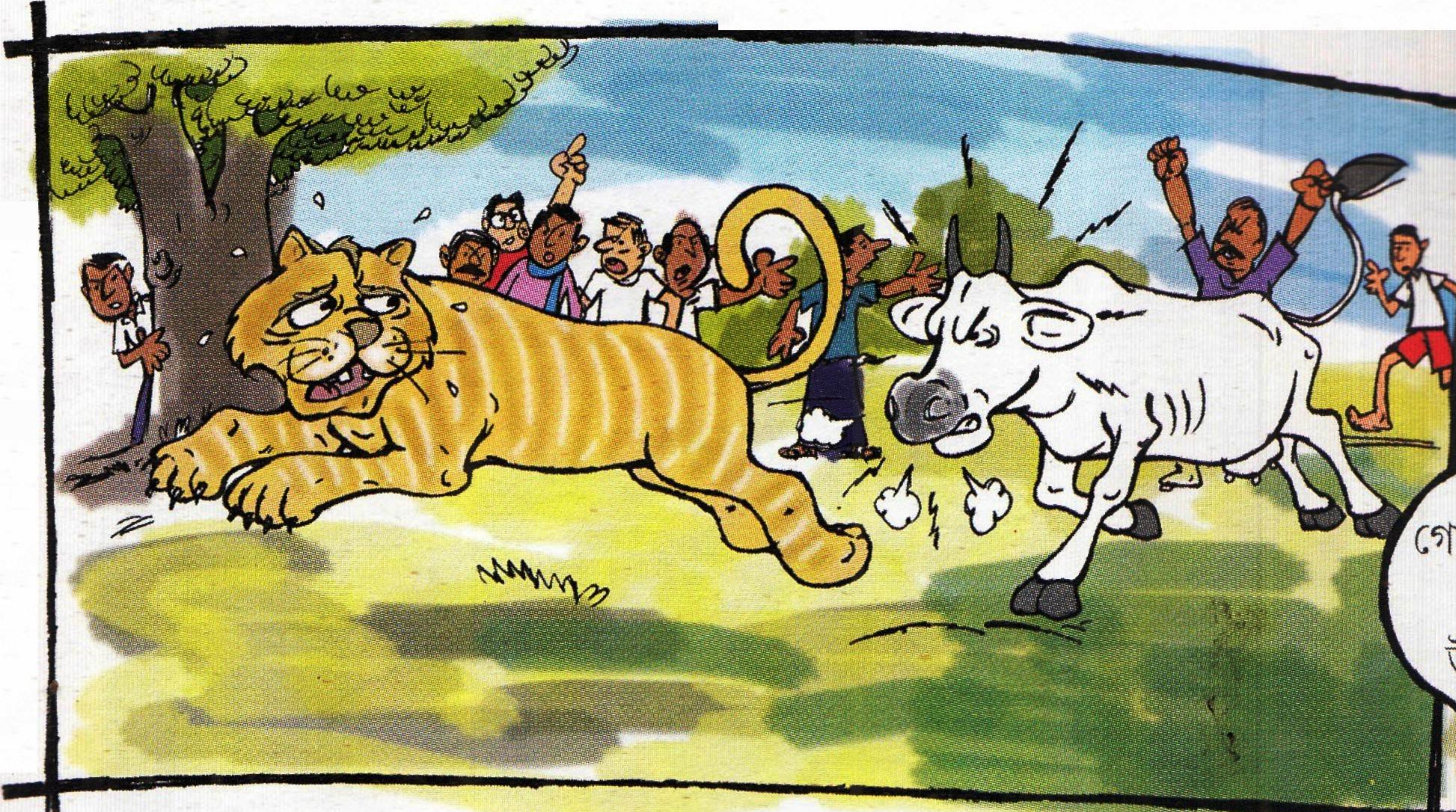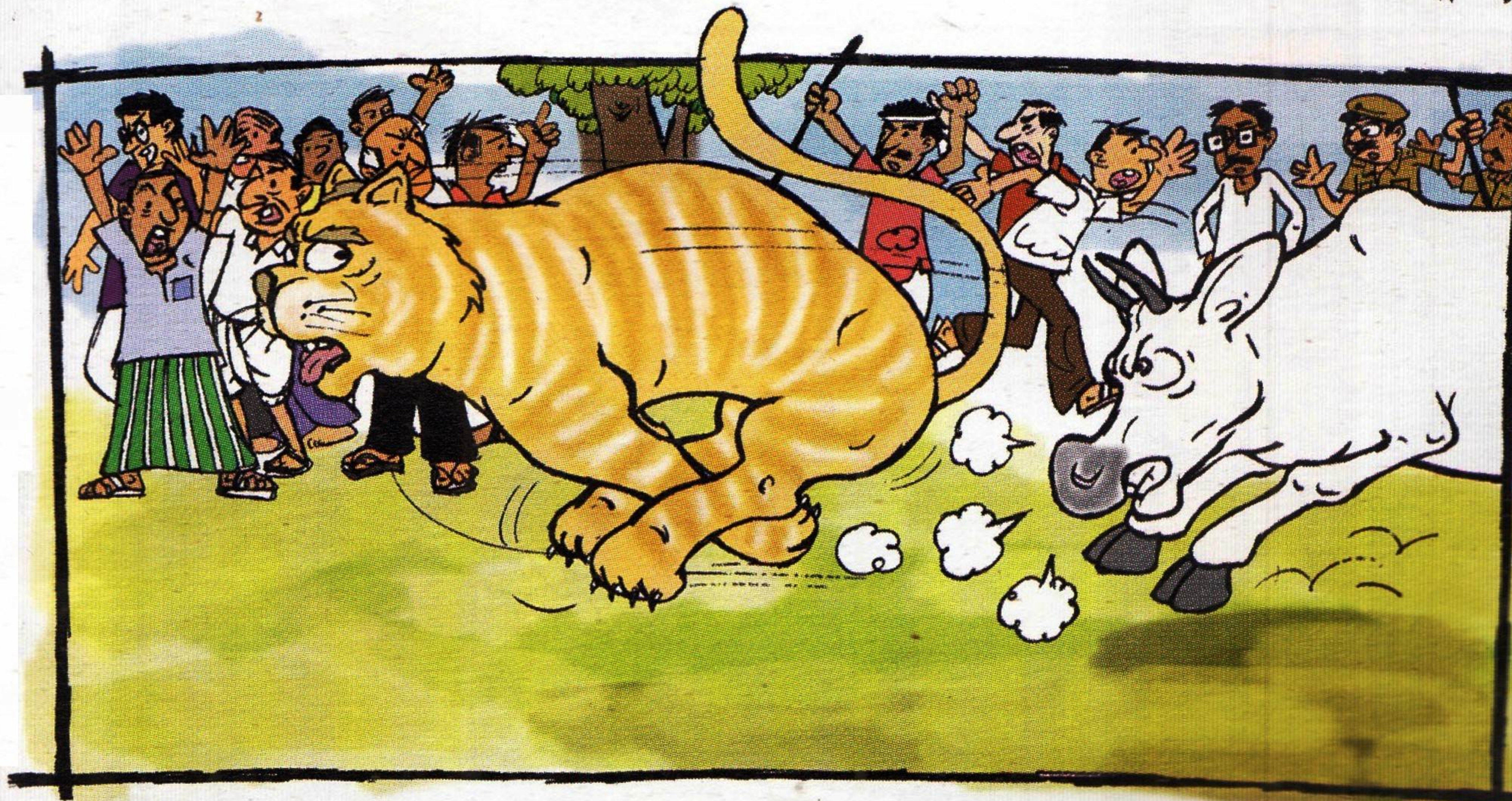
গোরু বাঘকে তাড়া করেছে! কী উদ্ভট ব্যাপার!
তোমার গুন্ডা গোরুটা আমার বেচারা বাঘটাকে মেরেই ফেলল!
দাঁড়া বলছি হতচ্ছাড়া!
বাবারে বাবা!
ওফ্, ধরেছি শেষ পযন্ত! দাঁড়া!!
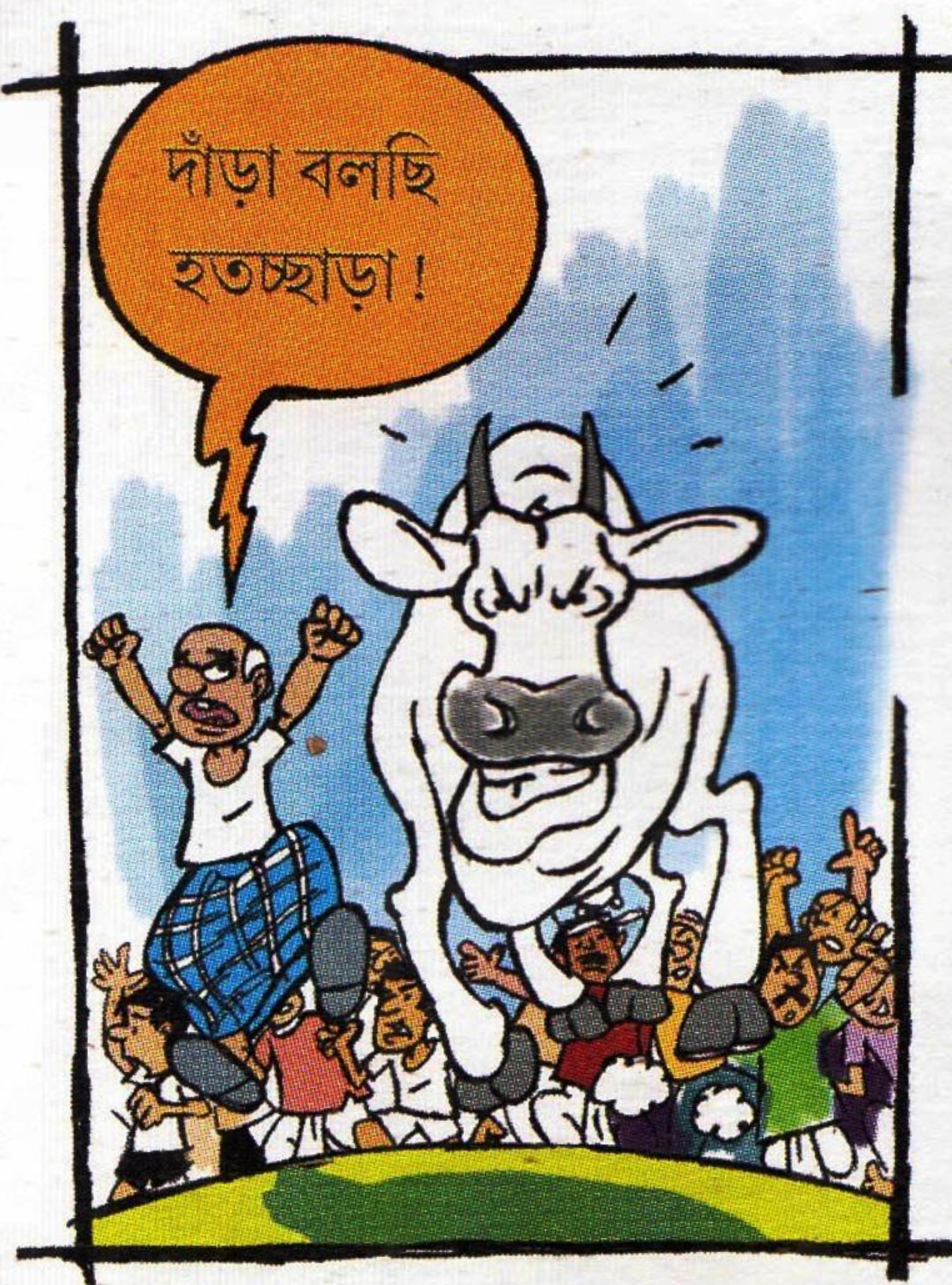
বাঘটা কোনোমতে খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়তেই সার্কাসের লোক দরজা বন্ধ করে দিল!
গ্রামের লোকেরা ভগবতীকে নিয়ে উল্লাসে কেটে পড়ল!
এরকম আর খানকতক গোরু থাকলে ইংরেজরা কবে দেশ ছেড়ে চলে যেত!!
বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খাবার ঘটনায় বিধু দারোগার নাম-যশ সহস্রগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গঞ্জে। গঞ্জের বয়স্করাও থানার সামনে দিয়ে যাবার সময় পেন্নাম ঠুকে যায়। আর ছেলে-ছোকরাদের কথা ছেড়েই দিলাম।
পুলিশ ফাঁড়ি
গঞ্জে চুরি-ডাকাতি একদম বন্ধ। তালা-চাবির বিক্রি নেই। লোকে দরজা-জানলা খুলে রেখে এখানে সেখানে যাচ্ছে।
ময়রারা দারোগা-সন্দেশ, বিধু-অমৃতি বার করে ফেলল। লোকে খাচ্ছে আর ধন্যধন্য করছে।
বিধু রসগোল্লা ও সন্দেশ
দেখেছেন! কিনেই খেতে আরম্ভ করেছে! এদিকে আমার ছেলেটা মিষ্টির জন্যে কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে যাচ্ছে।
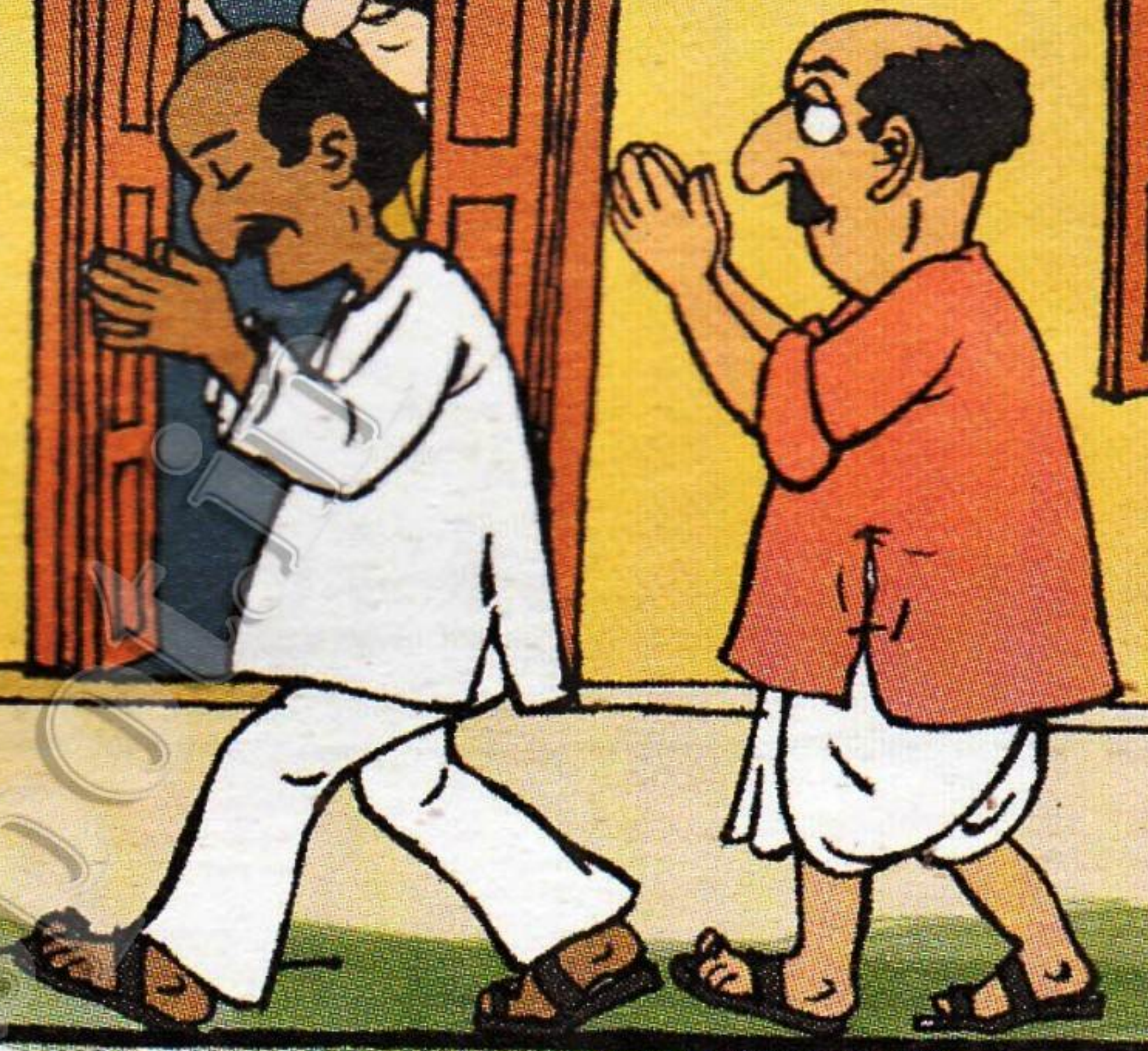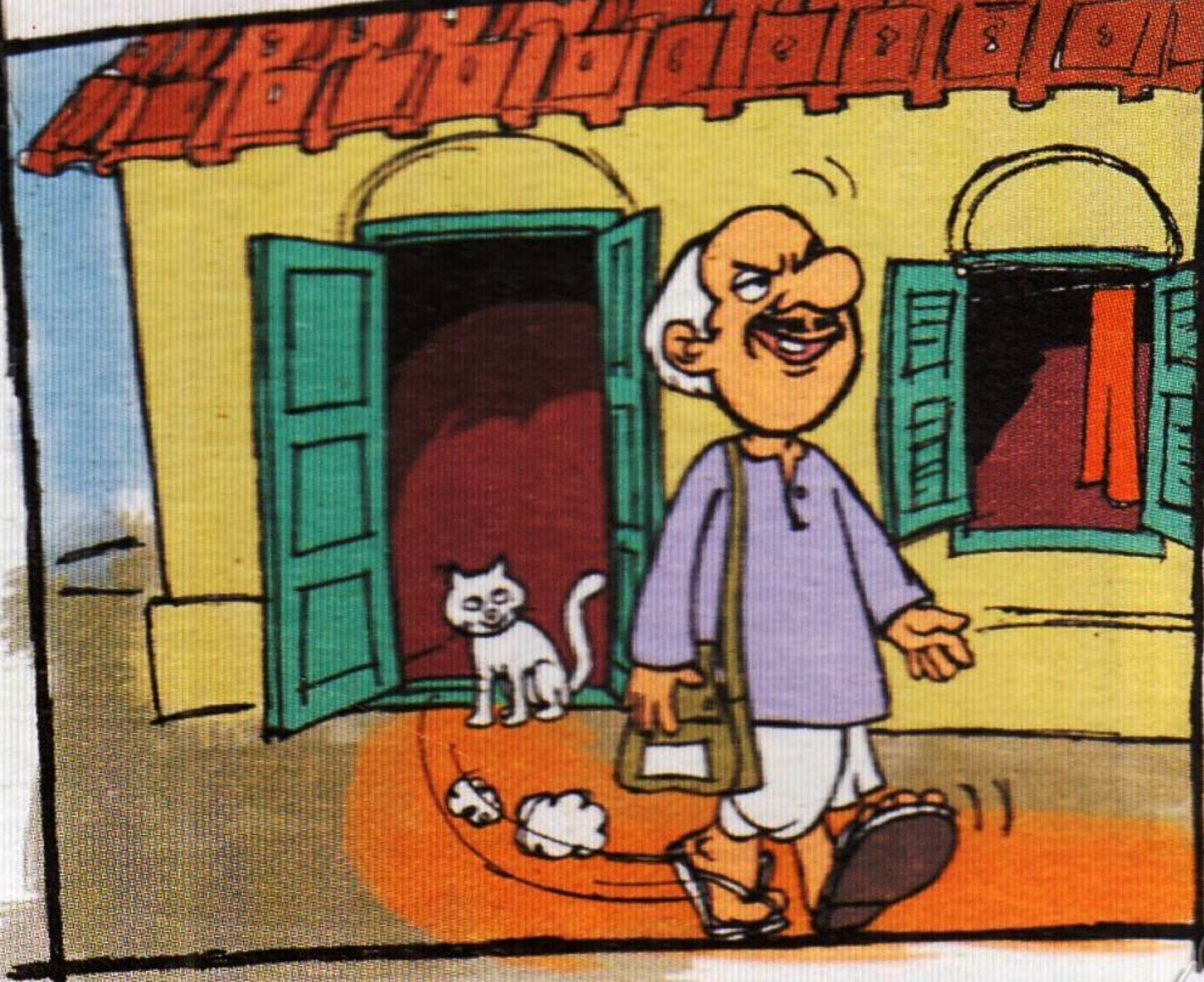
বাঘটাকে আনা হয়েছিল পাশের গ্রামের প্রবর্তক সার্কাস থেকে। এই ডামাডোলে তাদের বাজার একদম মন্দা। তাই...
প্রবর্তক সার্কাস
বাঘ হইতে সাবধান
WBA 394
এখান থেকে তাঁবু গোটাও!! এখানে আর বিক্রিবাটা হবে না।
এদিকে, ভগবতীর তো জয়জয়কার...
দূর-দূরান্ত থেকে লোকে প্রণামী নিয়ে আসে তাকে দেখতে। গোরু বাঘ তাড়িয়েছে— এ গোরু তো গোরু নয়, দেবতা নিশ্চয়।
আরেকটু এগোলেই সেই পবিত্র গোয়াল!!
চুরি-ডাকাতি নেই। দারোগারও কোনো কাজ নেই। ভক্তরা শুধু ভালোভালো খাবার দিয়ে যায়।
ধুত্! শুধু খাওয়া আর ঘুম! ঘুম আর খাওয়া!
একদিন এক ভক্ত মাছ নিয়ে এসে বললে...
কলার বনের কাছে বটগাছের তলায় এক কাপালিক এসে আস্তানা গেড়েছে। সে নাকি নরবলি দেবে। বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়...!
দারোগাবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন...
নরবলি! মজা দেখাচ্ছি!!
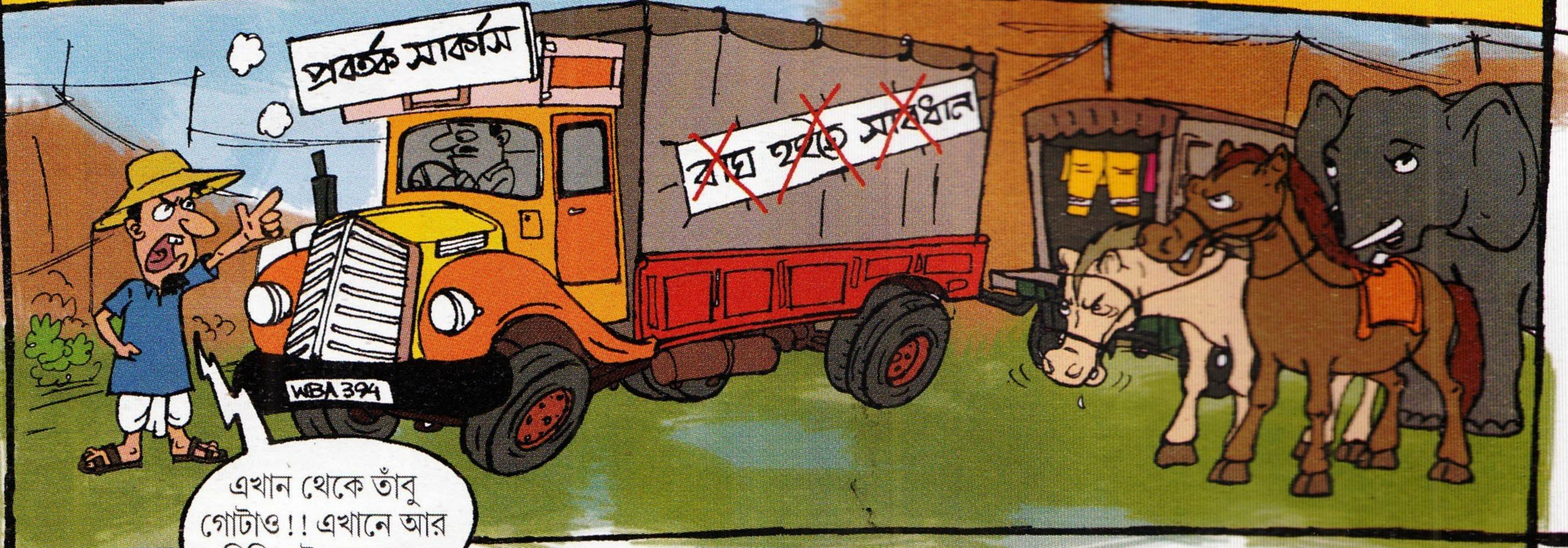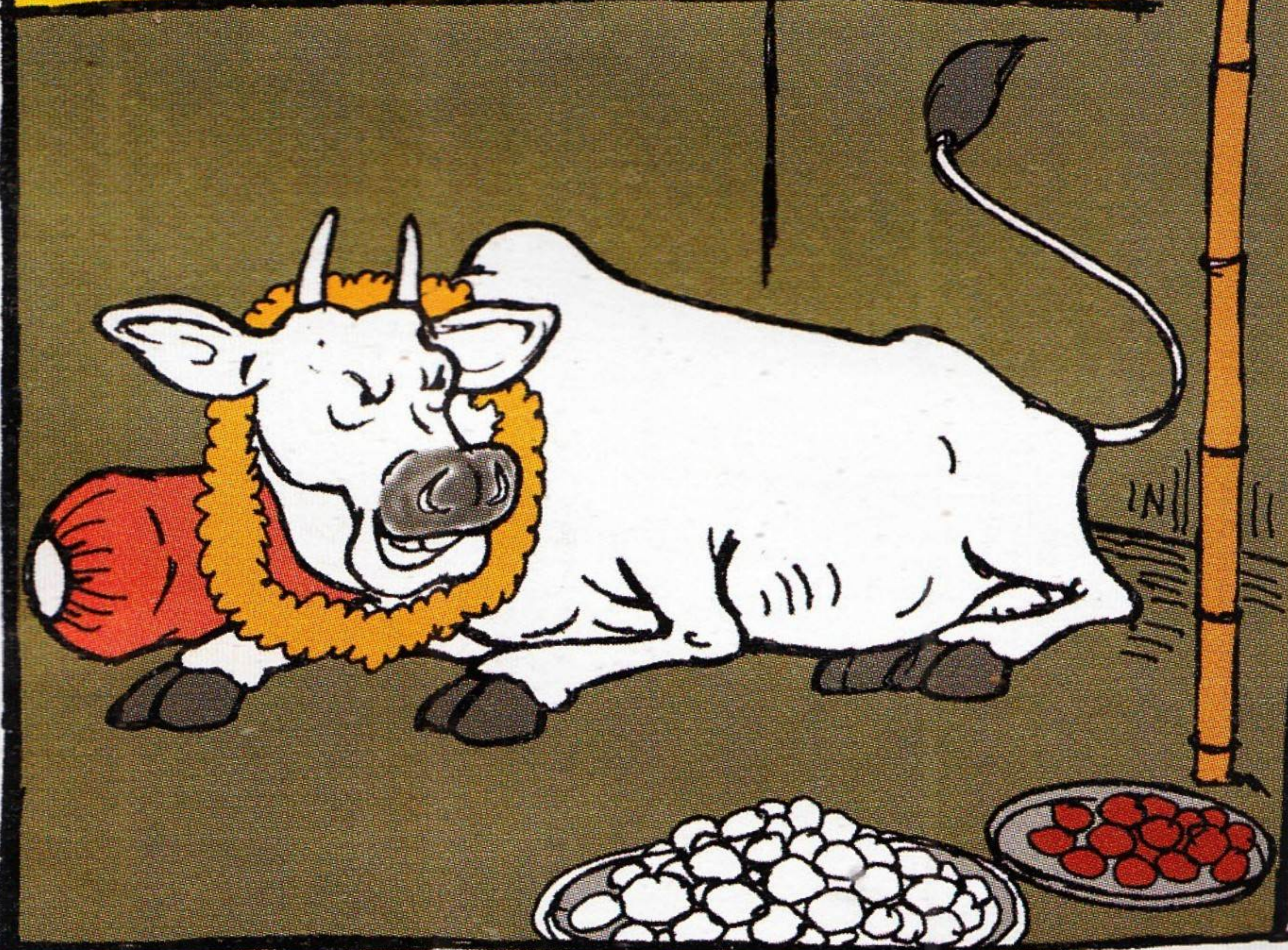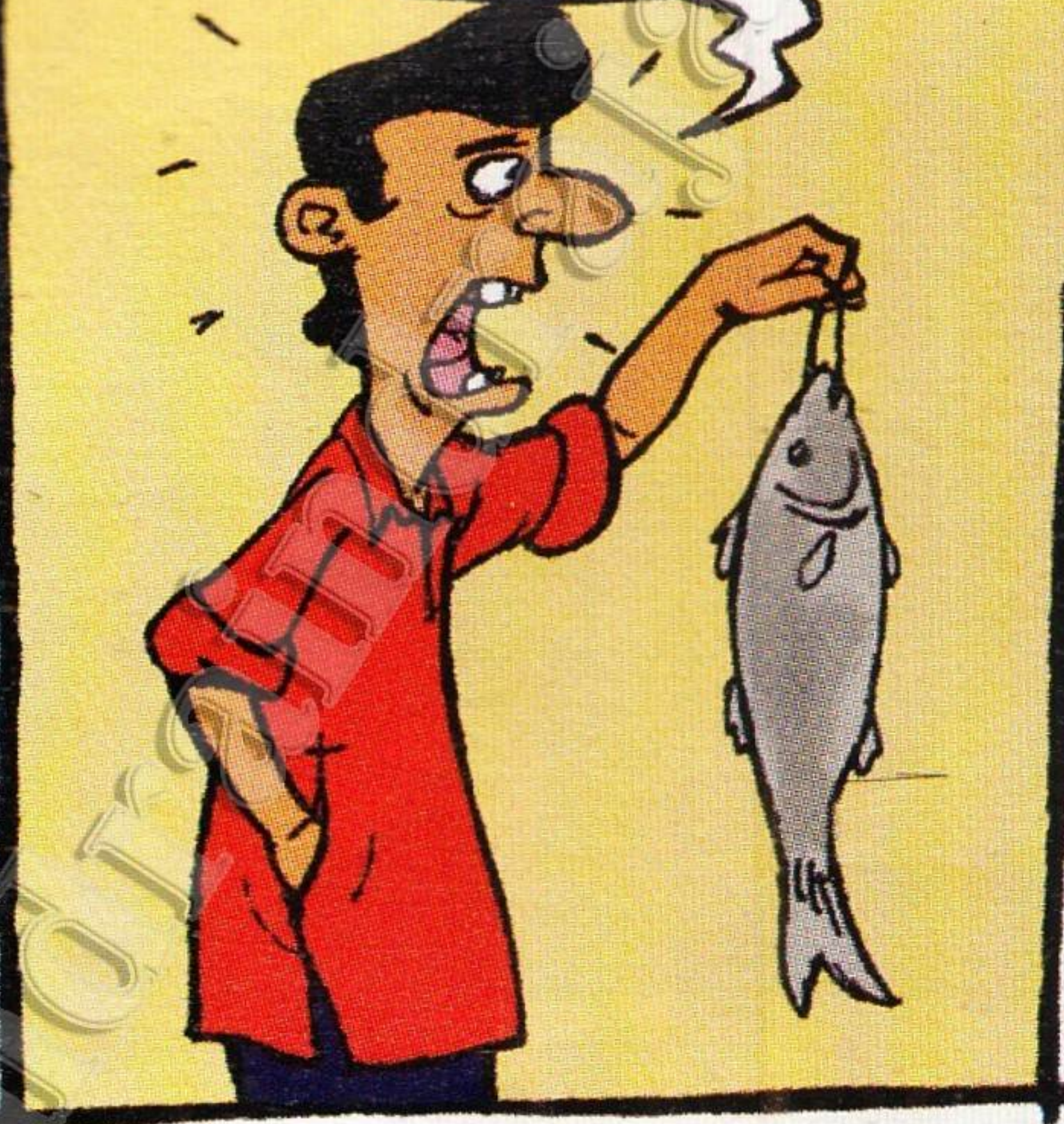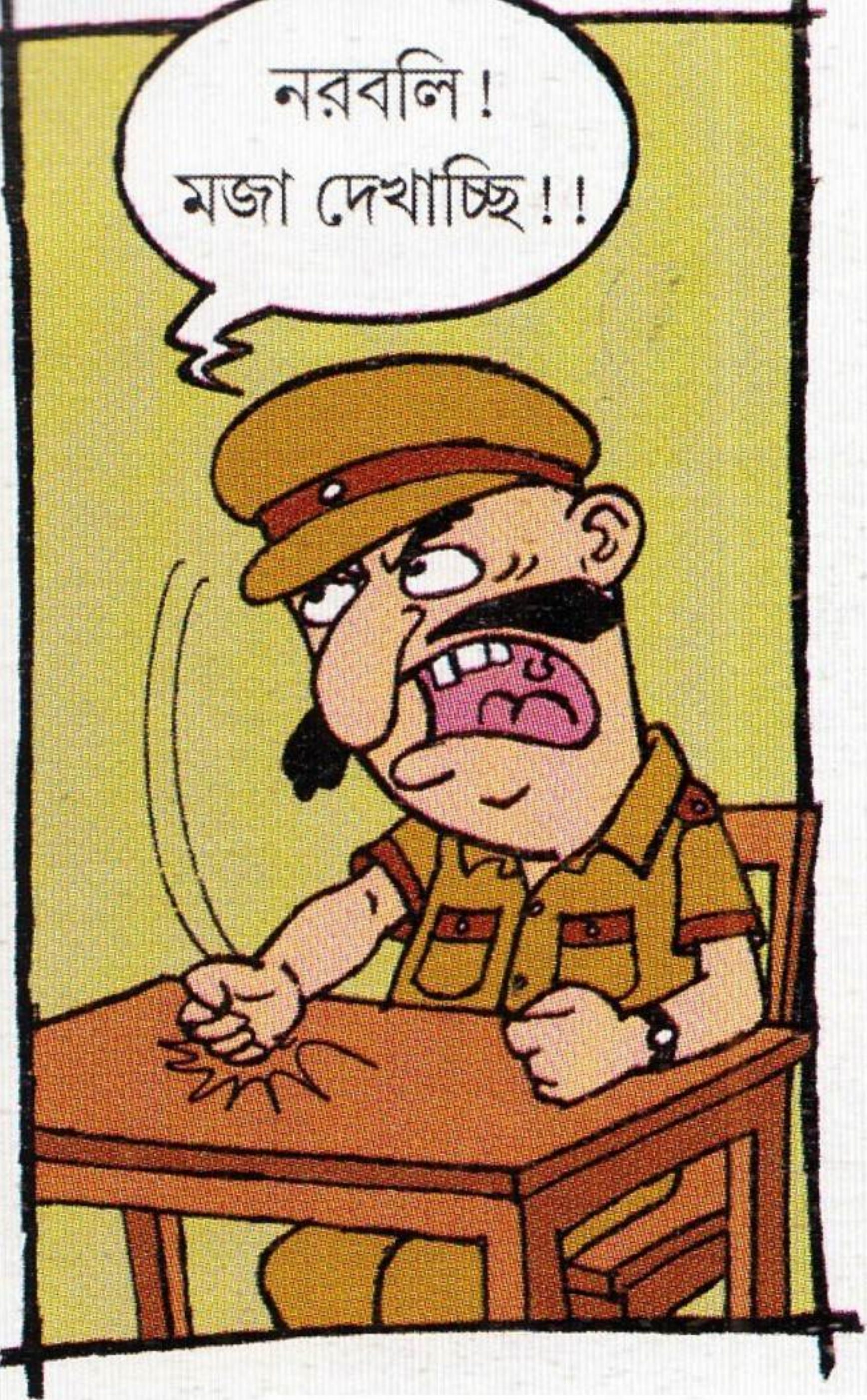
অমাবস্যার নিশুতি রাতে দারোগাবাবু শ্মশানের দিকে চললেন!
আমার এলাকায় কাপালিকের নরবলি! দ্যাখাচ্ছি!
সঙ্গে চলল হ্যারিকেন হাতে একদল হাবিলদার!
অবশেষে, দারোগাবাবু পৌঁছলেন।
আগুন জ্বলছে! খুলি পড়ে আছে! তার মানে সত্যি! এখানে কাপালিক গোছের কারও আগমন হয়েছে!
এই কাপালিক বেরিয়ে আয়! না-হলে গুলি চালাব!
গুলি করবেন না স্যার!!
তরতর করে সেই কাপালিক গাছ থেকে নেমে এল।
আমাকে চিনতে পারছেন, স্যার? আমি সেই রিং মাস্টার!!
বাঘের খেলা ছেড়ে কাপালিক সেজে নরবলি দিচ্ছিস??
পেটের দায়ে ওসব রটিয়েছিলুম হুজুর!! যাতে লোকে একটু সমীহ করে!!
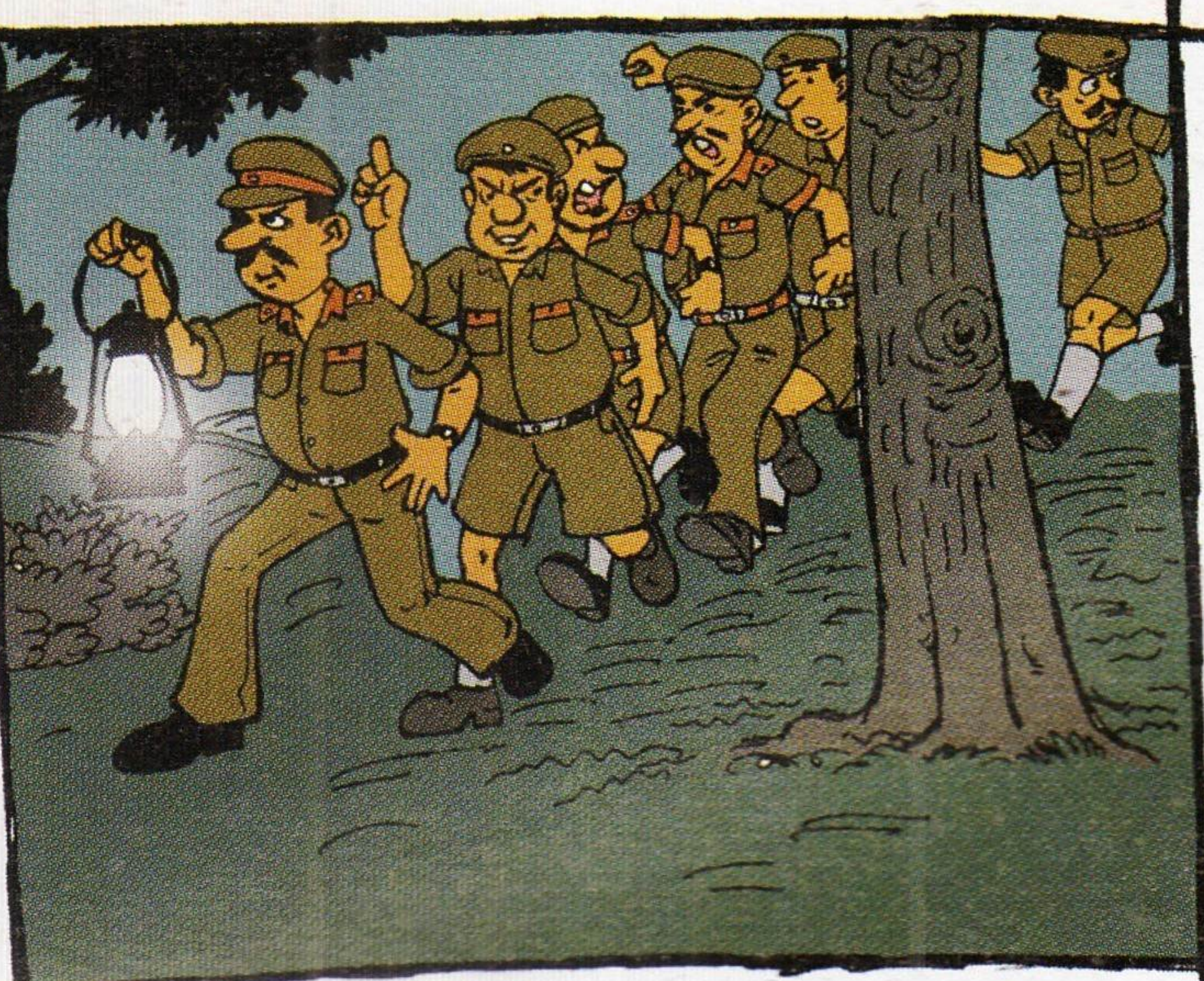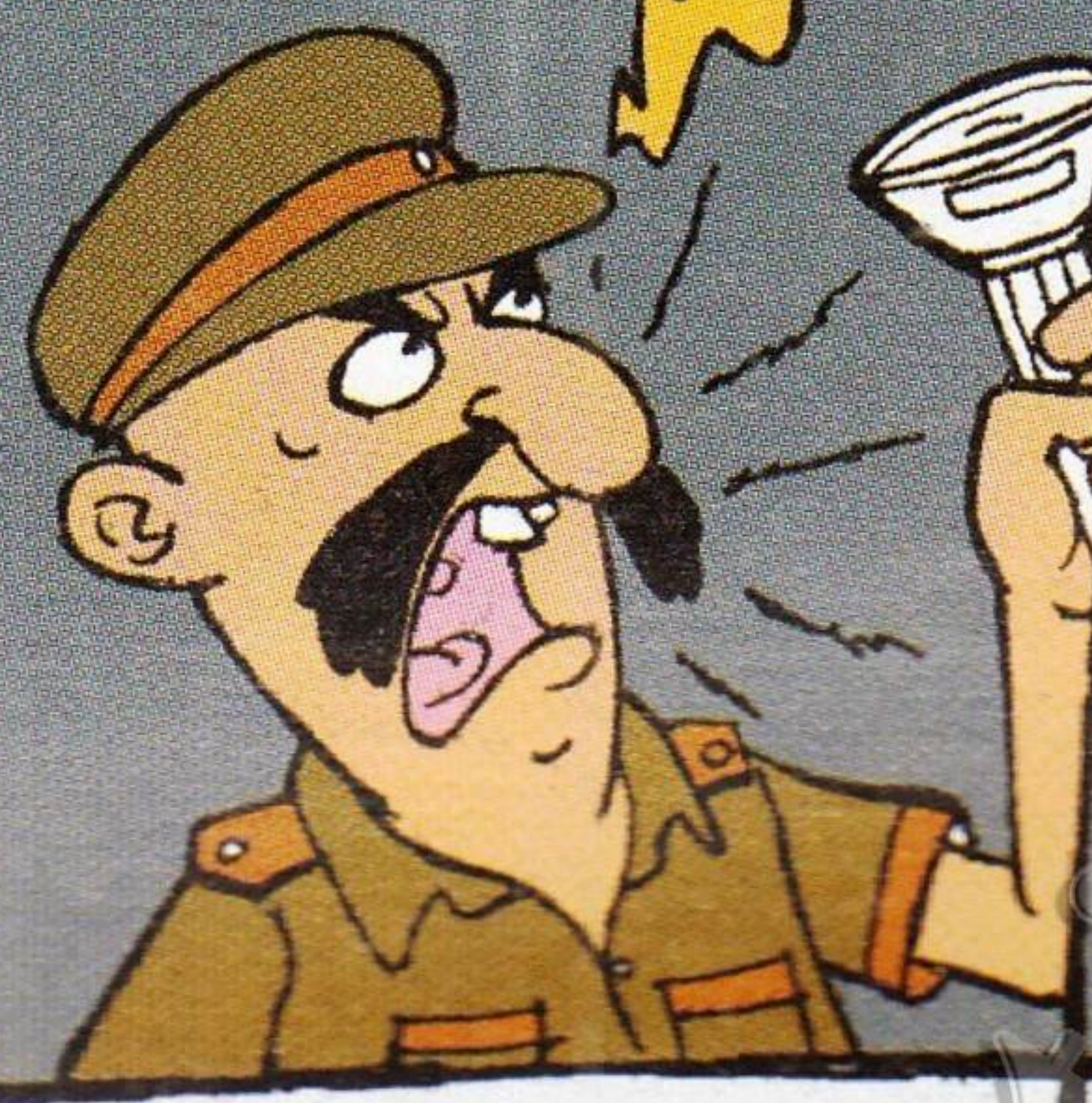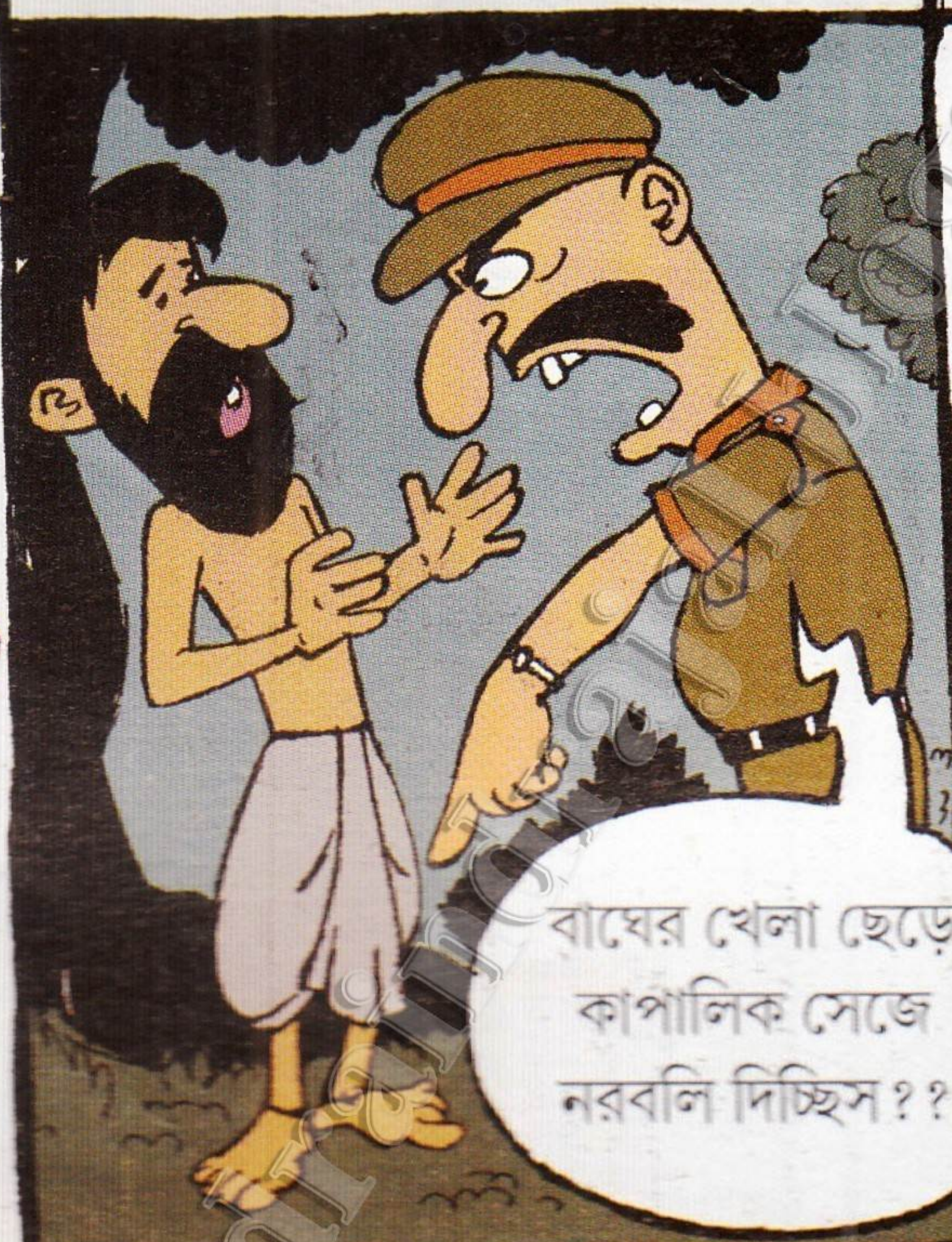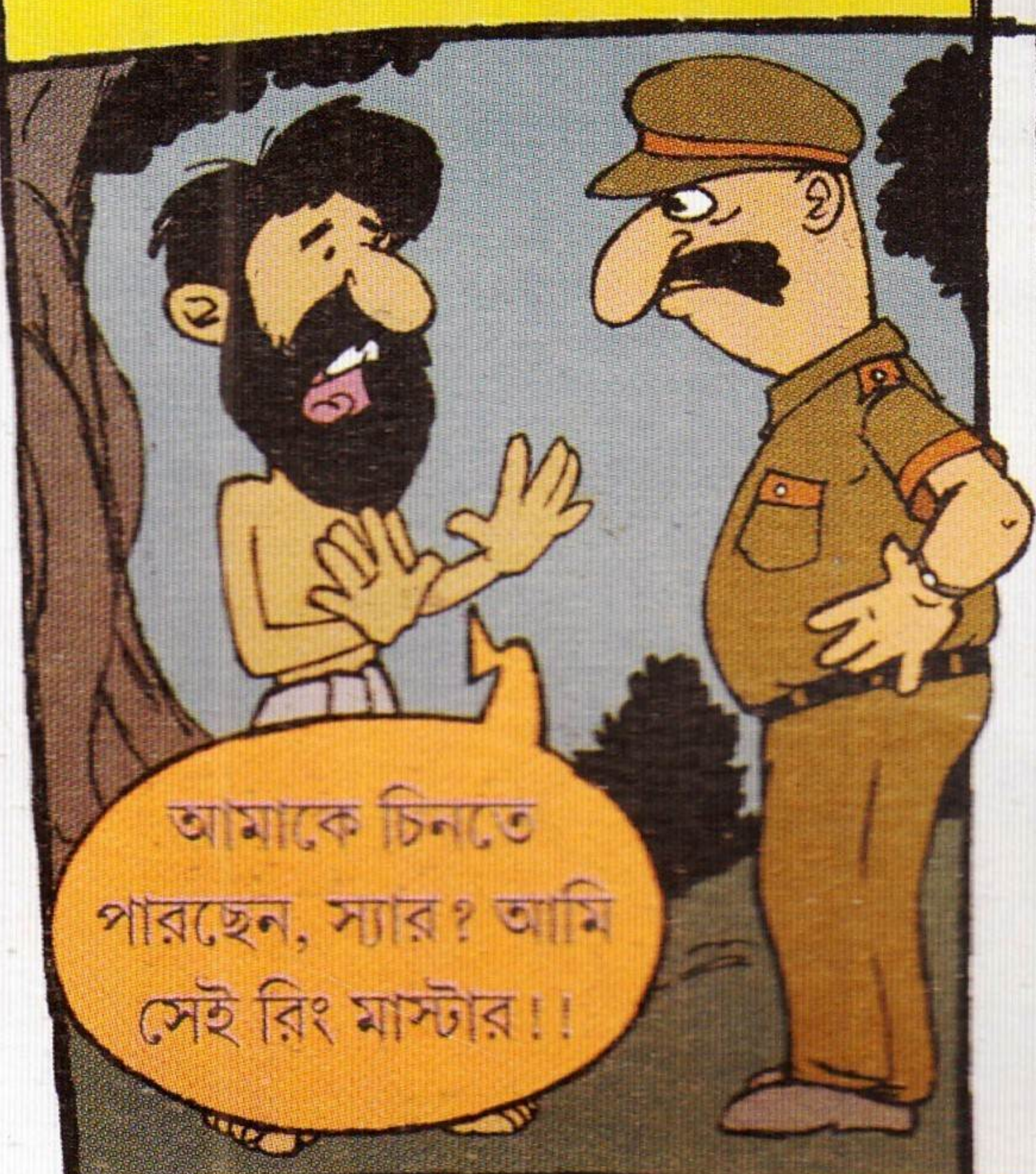
হারু মণ্ডলের গোরু আমার বাঘটাকে তাড়া করায় বাঘটার খুব বদনাম হয়ে যায়। তাই আমাদের সার্কাস থেকে তাড়িয়ে দেয়। সেই থেকে হুজুর আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরছি!
যাচ্ছিতো ওফ্!
বাঘটা কোথায়?? এ্যাঁ??
'আপনার হাঁক ডাক শুনে ভয়ে আমগাছে উঠে পড়েছে হুজুর।'
এবার সেই কাপালিক ওরফে রিং মাস্টার এবং তার রামভীতু বাঘটাকে থানায় ধরে নিয়ে চললেন বিধু দারোগা।
দাড়ি কামিয়ে দিতে দেখা গেল এ সেই রিং মাস্টারই বটে।
বাঘটাও লজ্জায় থাবা দিয়ে মুখ ঢেকে বসেছিল।
পরদিন হারু মণ্ডল থানায় এসে হাজির। সে বাঘটা নিয়ে যেতে চায়!
হুজুর, অপরাধ নেবেন না। আমার গোরুটা বড় একলা হয়ে পড়েছে!
ওর বদমেজাজের জন্যে কেউ তো ওর ধারে কাছে ঘেঁষে না। বাঘটা থাকলে ও বাঘটাকে ঢুঁ মেরে মেরে খেলবে! তাই আর কি...
শেষে নগদ একশো টাকা দিয়ে রফা হল...
সস্তায় বাঘ কিনলাম, বুঝলে হে!
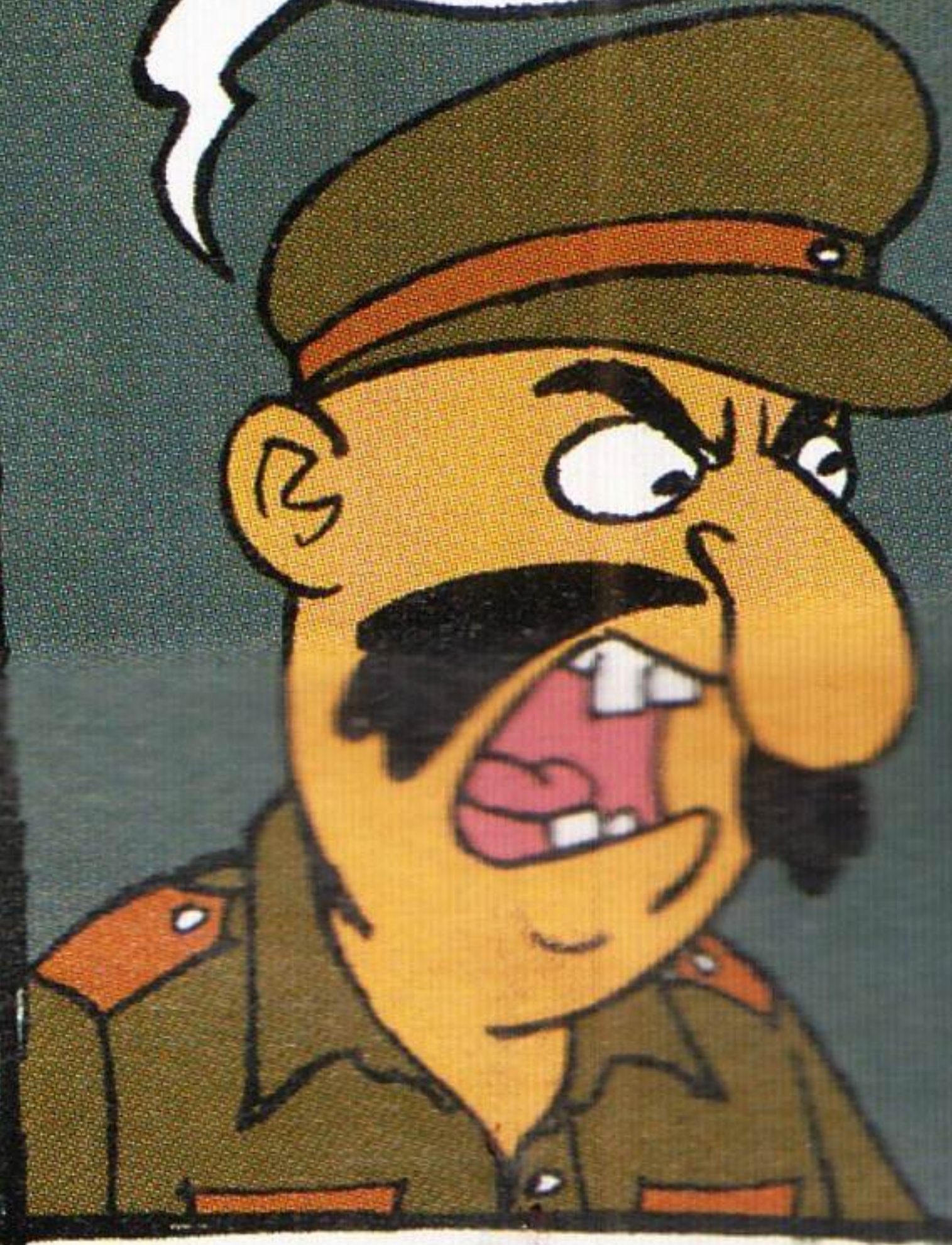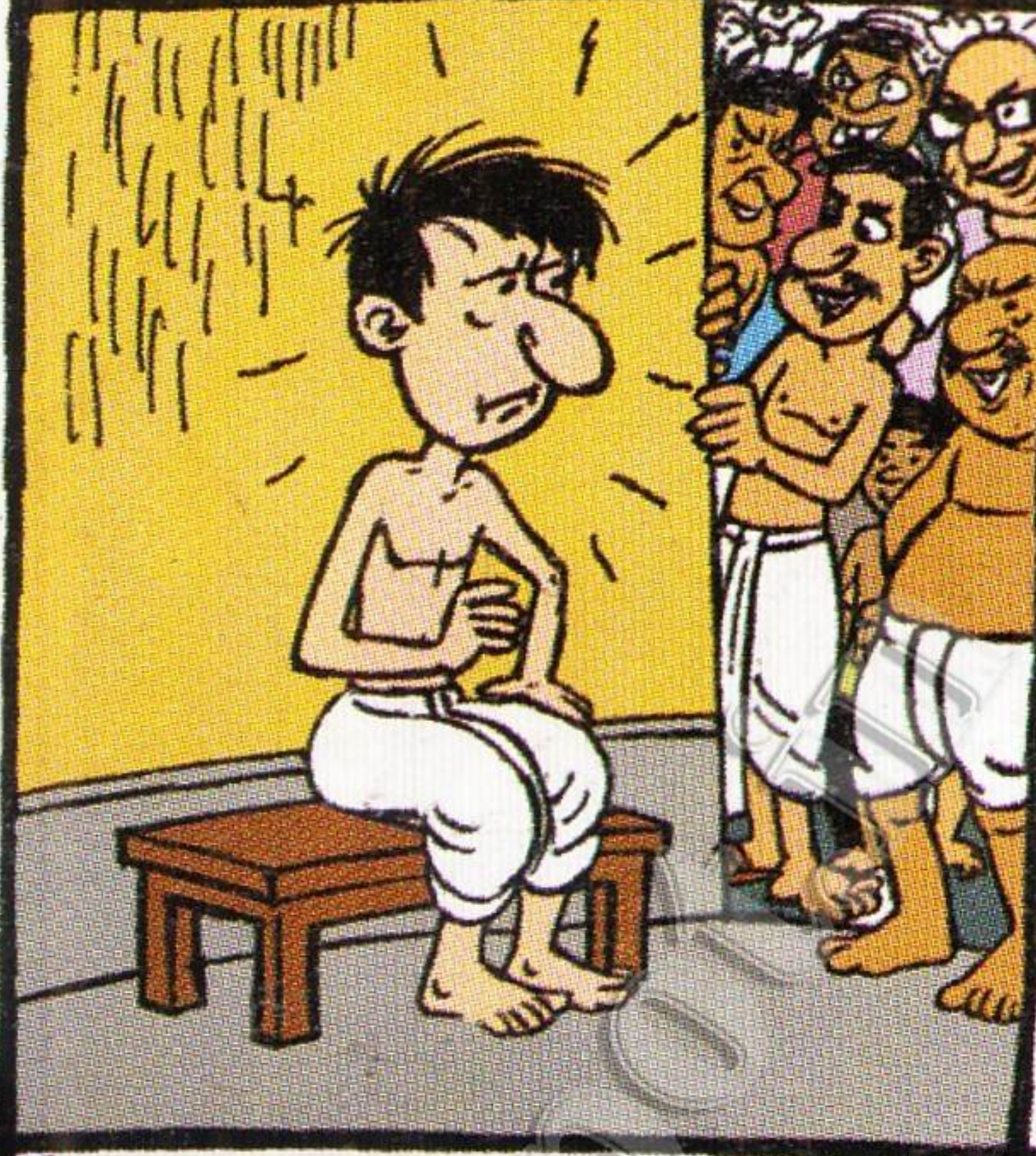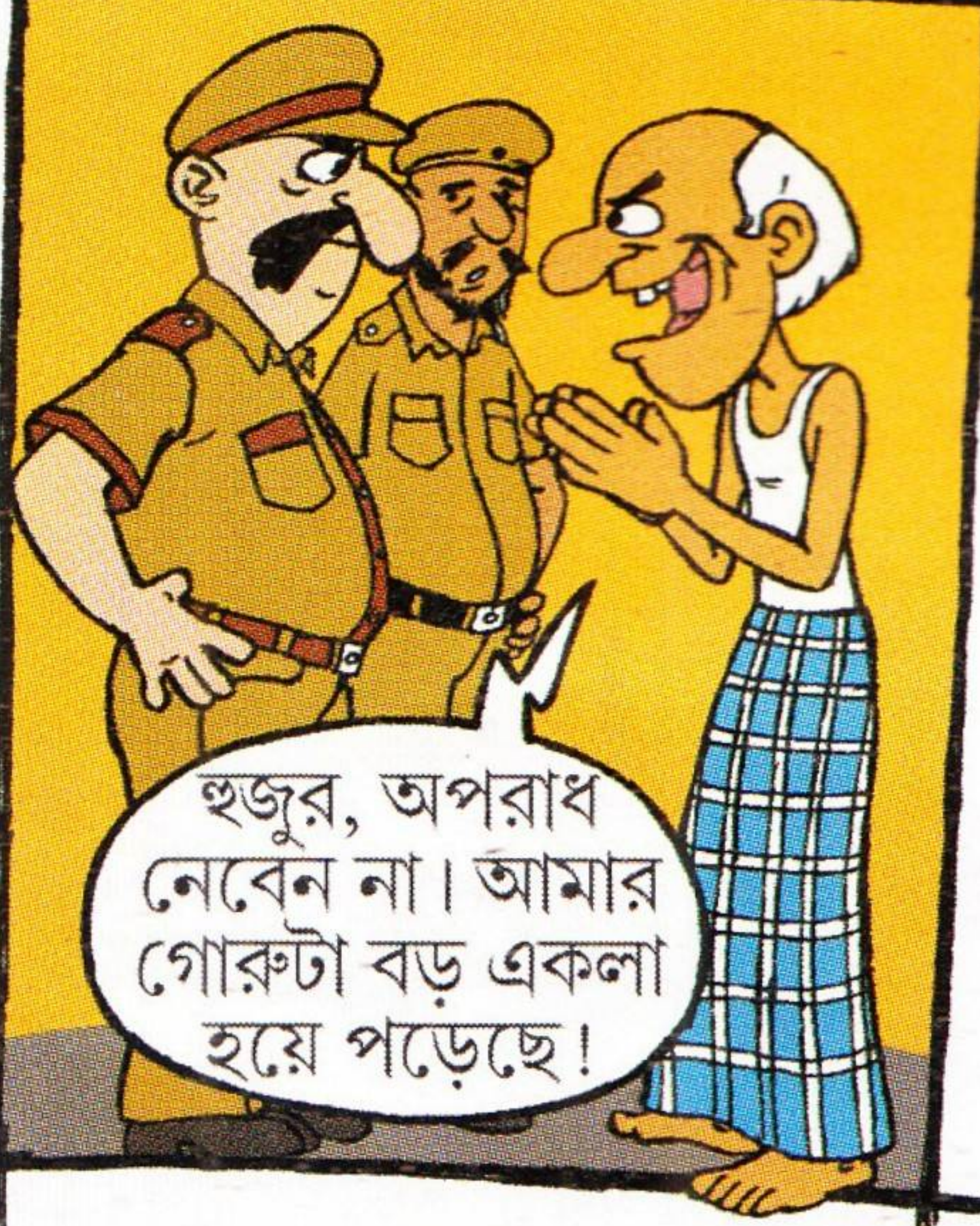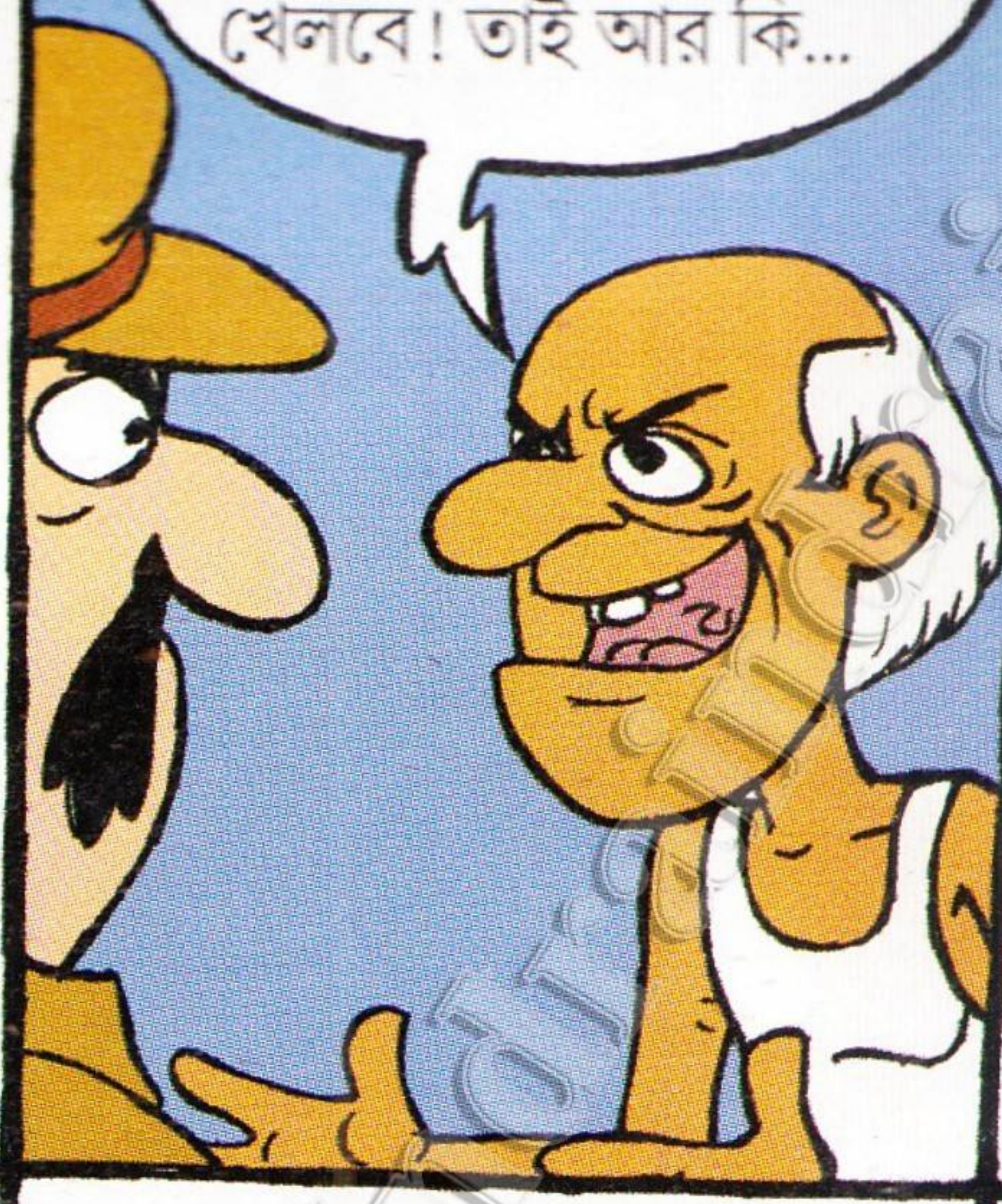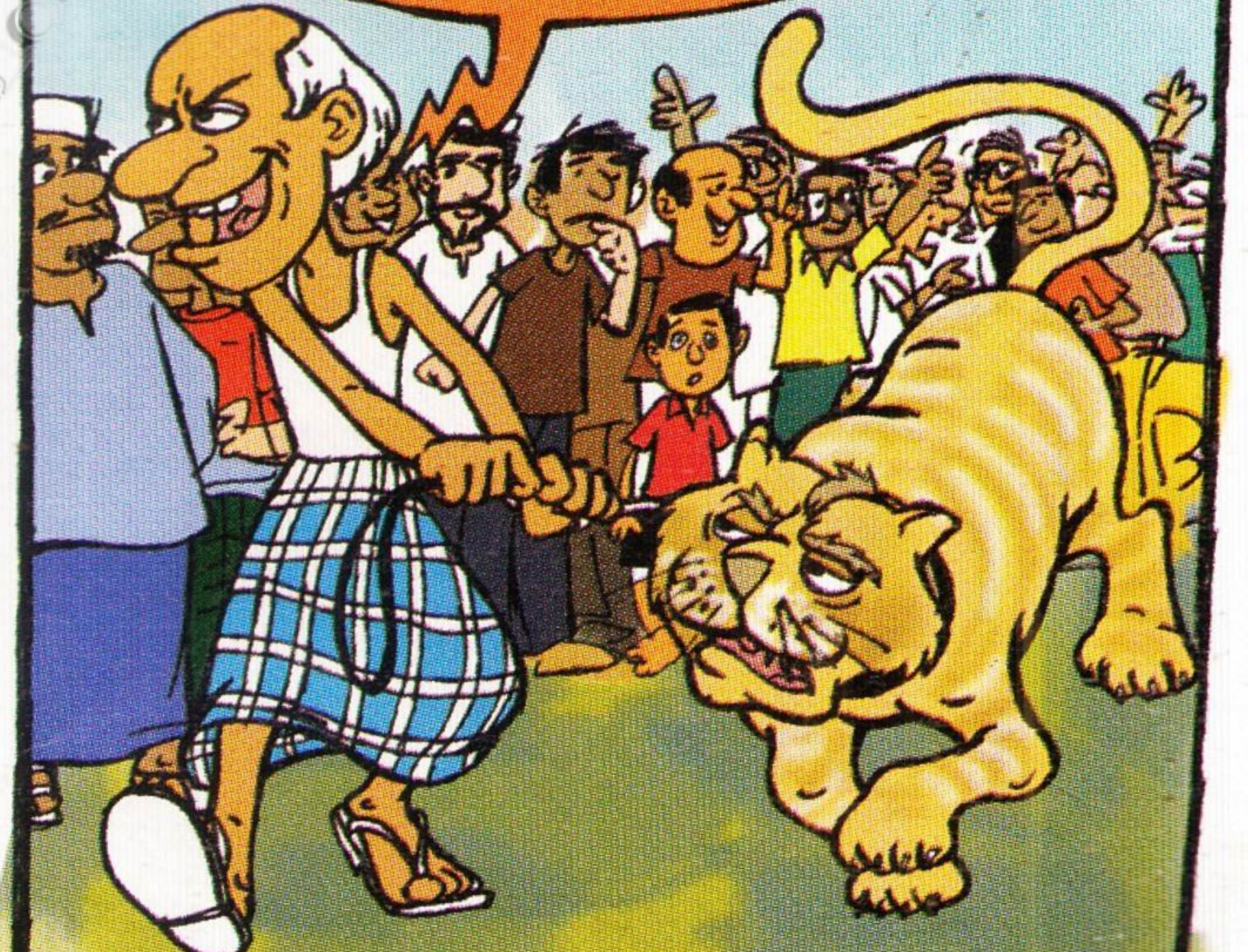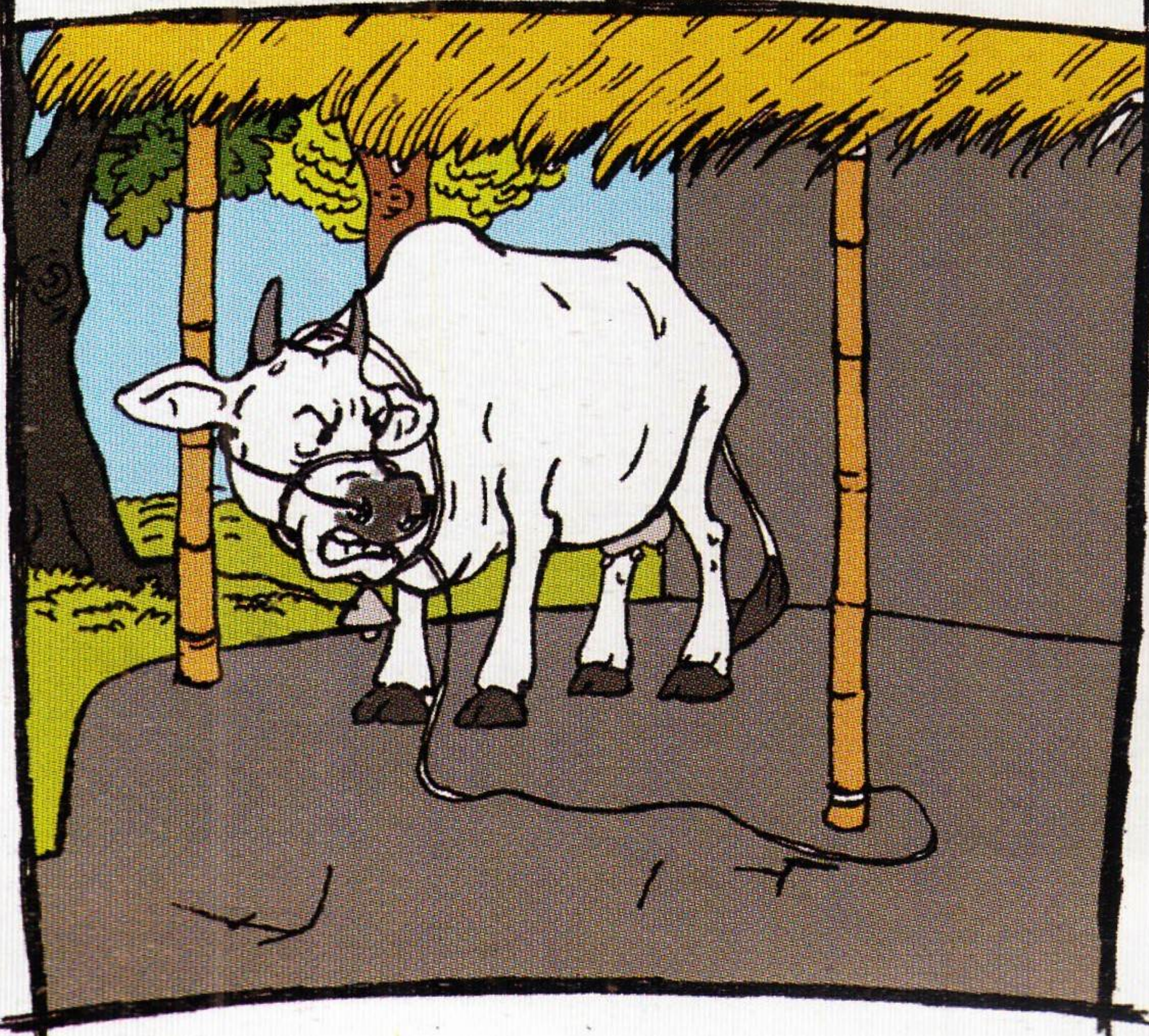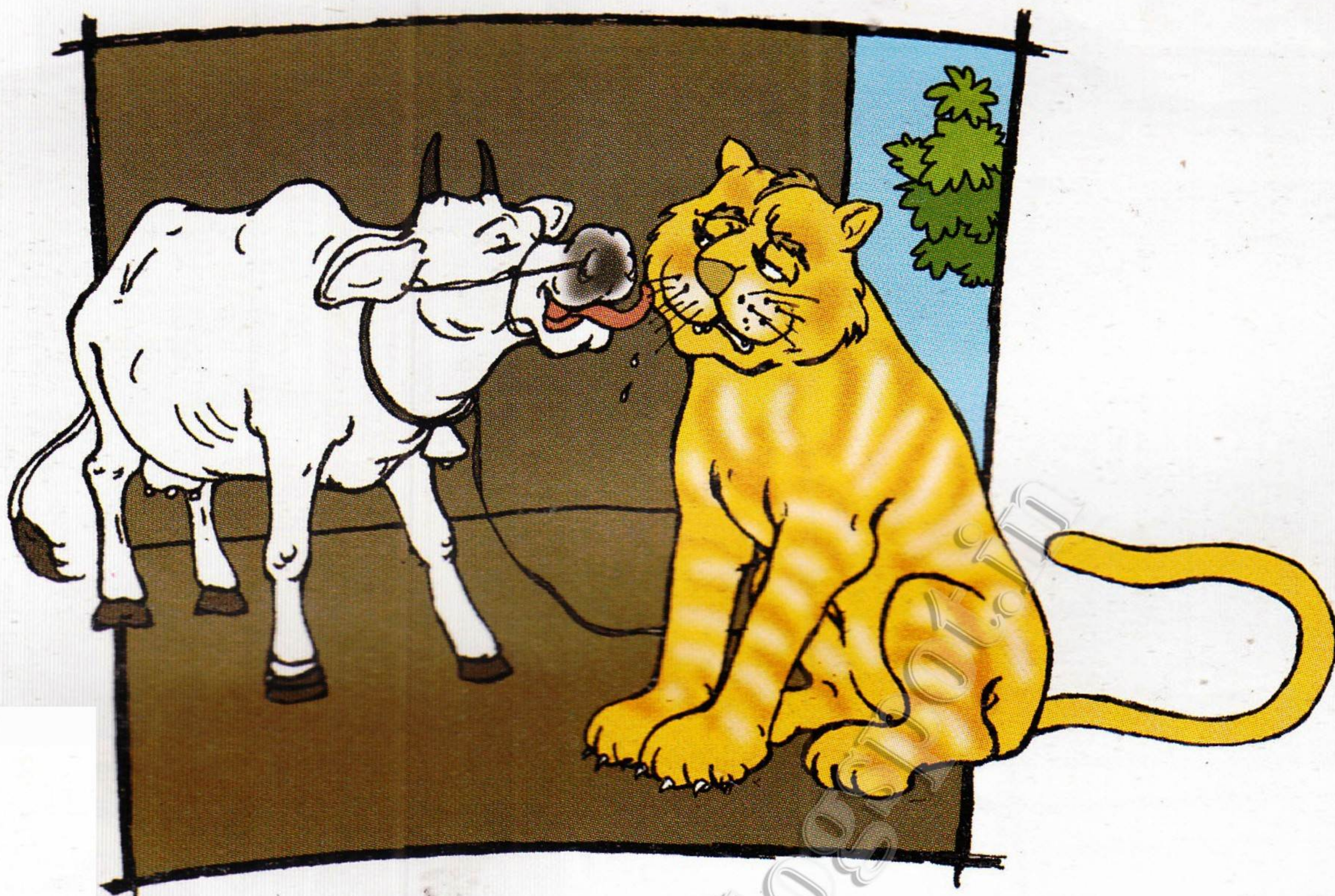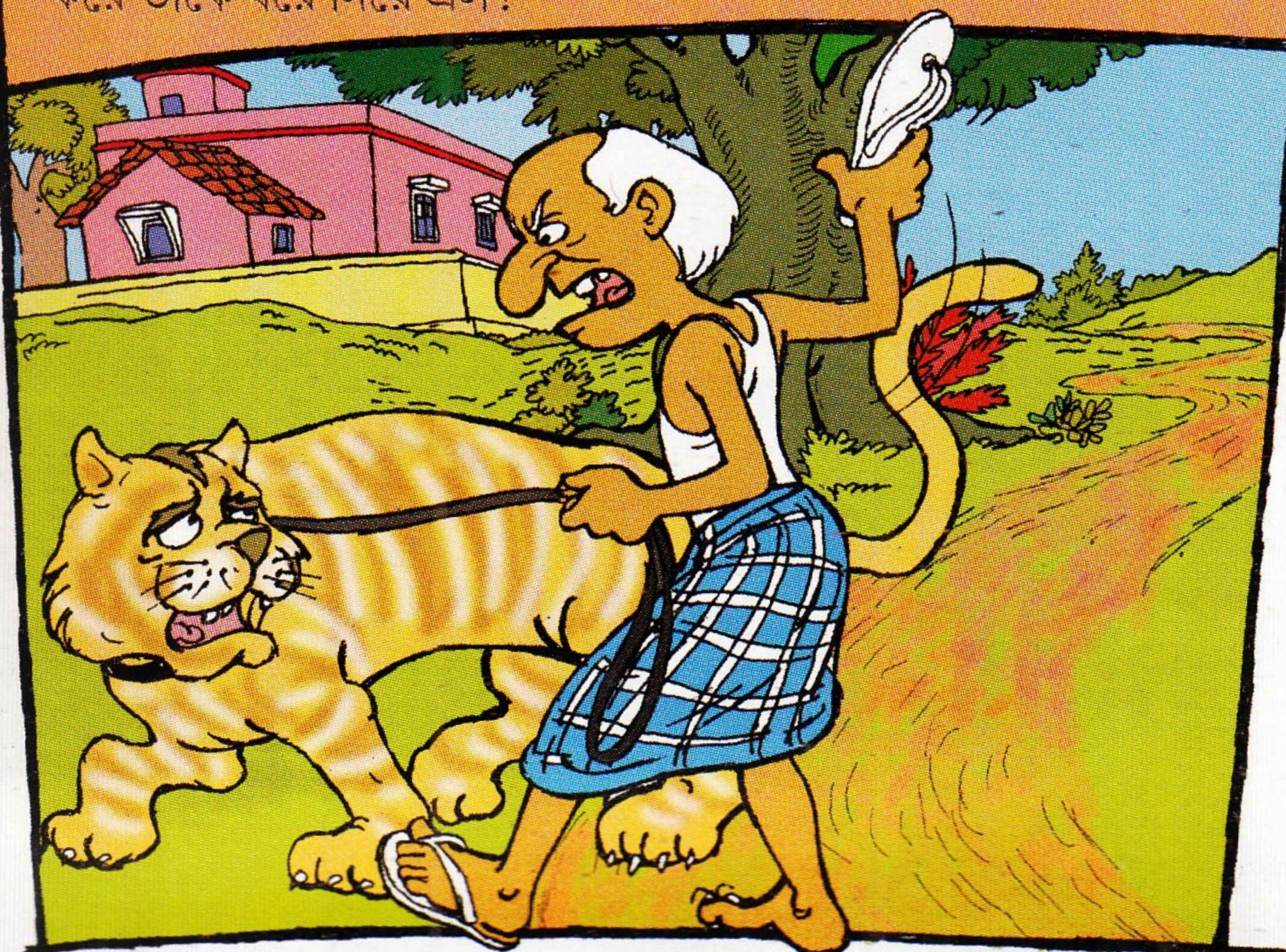
সেই থেকে বাঘটা হারু মণ্ডলের গোয়ালেই থাকে।
এঁটো-কাঁটা, মাছের মাথাটাথা খায়। থাবা দিয়ে গোরুর
পিঠ চুলকে দিলে গোরু জিভ দিয়ে তার গাল চেটে

সমাপ্ত

বিধু দারোগা এলাকার লোককে দেখিয়ে দেবেন
তাঁর ভয়ে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খায়।
হারু মণ্ডল নিয়ে এল তার গোরু। সার্কাস
থেকে আনা হল বাঘ। সে এক
কেলেঙ্কারি কাণ্ড!
তারপর? জানতে গেলে
উলটোতেই হবে *বিধু দারোগা*'র পাতা।
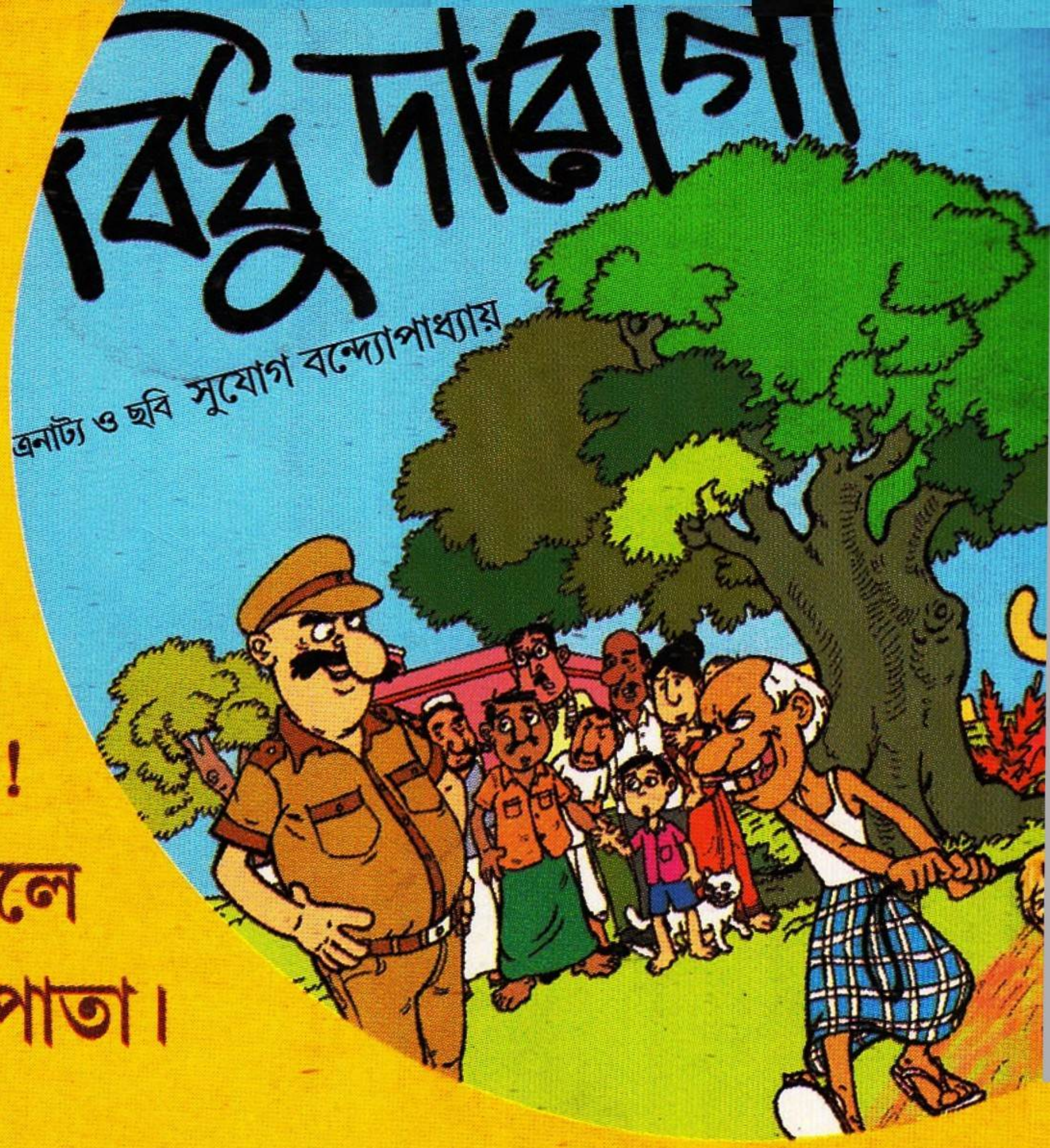
পারুল প্রকাশিত ও সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রায়িত আমার অদ্ভুতুড়ে গল্প-কাহিনিগুলির কমিক্স যথাযথ হয়েছে বলেই মনে হয়।
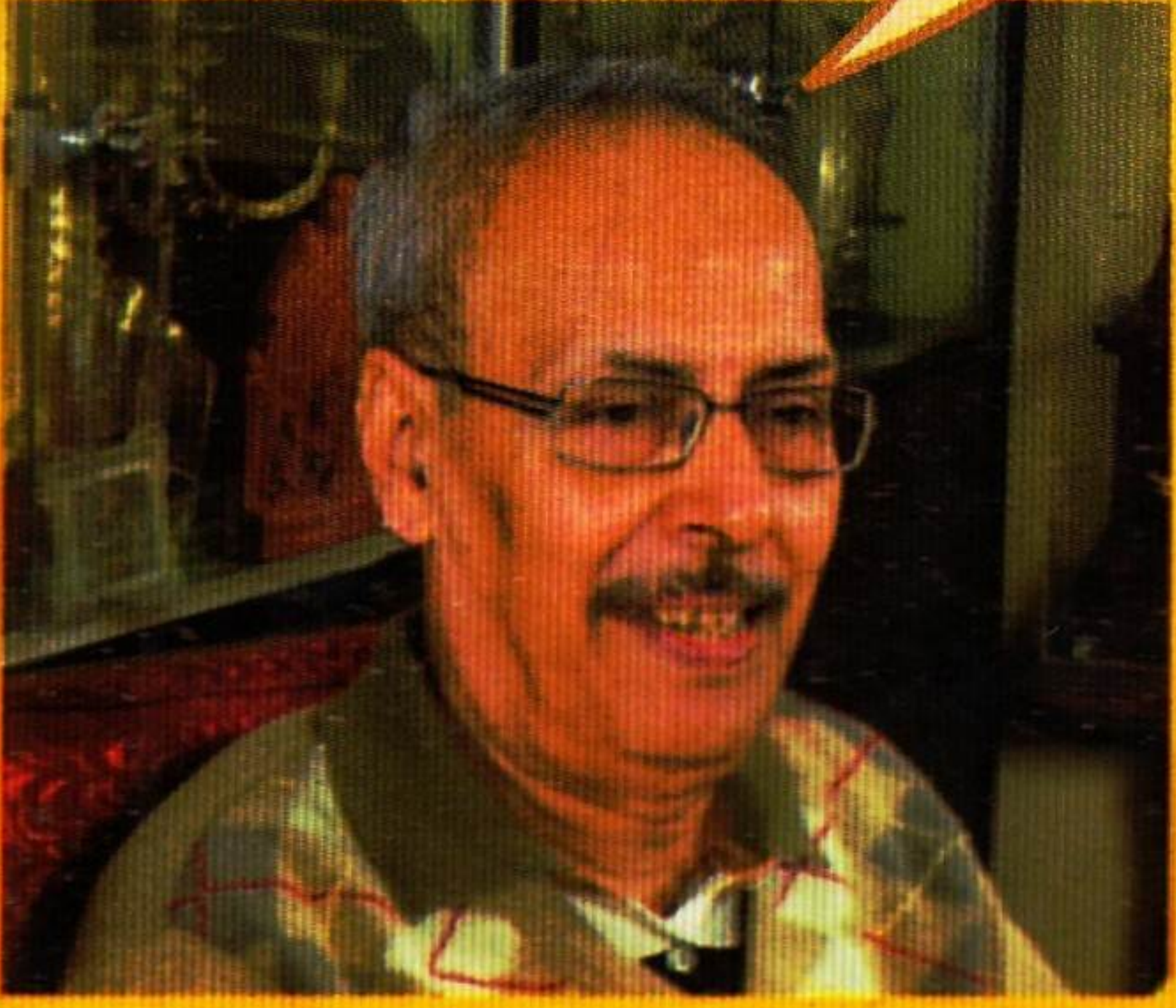
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
(১৯৩৫–)

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় শুধু খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্প রচয়িতাই নন, কিশোর-কাহিনিকার হিসেবেও সমান জনপ্রিয়। *পাতালঘর*-সহ তাঁর একাধিক কাহিনি চলচ্চিত্রে রূপায়িত।

মানবজমিন উপন্যাসের জন্য ১৯৮৯-এ পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

বিধু দারোগা কেমন লাগল, জানিয়ো।
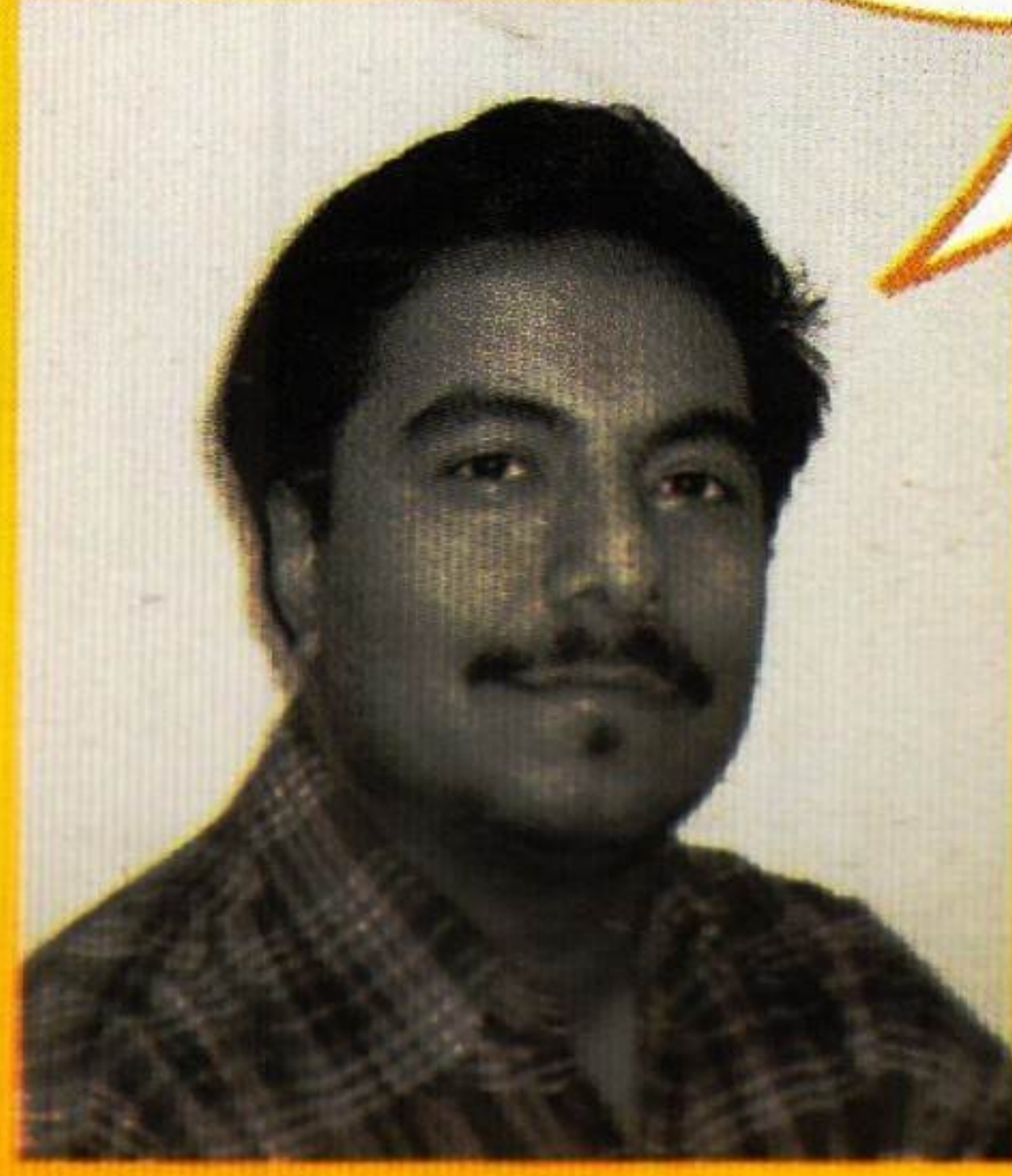
সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৯৭৭–)

পেশায় চিত্রশিল্পী ও চিত্রনাট্যকার সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায় সুযোগ পেলেই নিজের কথায় ও সুরে বেঁধে ফেলেন গান। *আনন্দমেলা*-য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর রাপ্পা রায় সিরিজের কমিক্স ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়।

সম্প্রতি পরিচালনা করেছেন *তারপর* নামে একটি টেলিফিল্ম।

আমার তো দিব্যি লেগেছে!

অম্বরীশ দাশ
(১৯৮৭—)

কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট-এর সম্ভাবনাময় ছাত্র। আঁকার পাশাপাশি অভিনয়ও করে থাকেন। একনিষ্ঠ নাট্যকর্মী।

এই কমিক্সটির সৃজনে তিনি সহকারীর ভূমিকা পালন করেছেন।
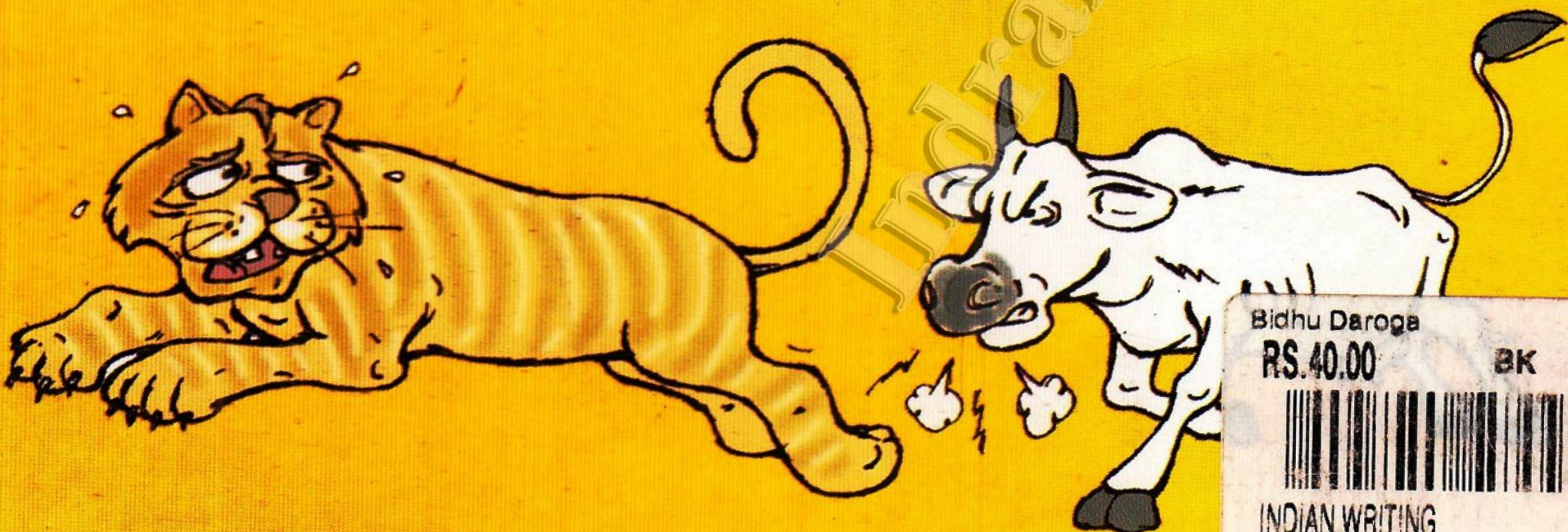
পা রু ল
Parul Prakashani Pvt Ltd
ISBN 978-93-80660-07-3
₹ 40.00